দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 12 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫-৬ ......

ঢাবিতে ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘটের আল্টিমেটাম

অব্যাহতি চেয়েছেন ভিসি প্রফেসর ফায়েজ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থান, নেতাকর্মীদের ওপর হামলা বন্ধ ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে ছাত্রদল। এ সময়ের মধ্যে দাবিসমূহ না মানলে আগামীকাল সংবাদ সম্মেলন ডেকে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট দিয়ে ক্যাম্পাস অচলের হুমকি দেন ছাত্রদল নেতারা। এদিকে ভিসি প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ ভিসির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে গতকাল শিক্ষা সচিবের কাছে পাঠিয়েছেন বলে ভিসি অফিস সূত্রে জানা গেছে। গতকাল (রোববার) ক্যাম্পাসে দুই ছাত্রদল কর্মীর ওপর ছাত্রলীগের হামলার পর তাৎক্ষণিক এক সংবাদ

পৃঃ ২ কঃ ৪

ঢাবিতে ছাত্রদলের ধর্মঘটের আল্টিমেটাম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্মেলনে উপরোক্ত আল্টিমেটাম দেয় ছাত্রদল। এর আগে ভিসির কার্যালয়ে গিয়ে নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও লুটপাটের জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে ছাত্রদল নেতারা ভিসির কাছে কঠোরভাবে প্রতিবাদ জানান। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুর ১টার দিকে হাকিম চত্বরে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে জসিম উদ্দিন হলের ছাত্রদল কর্মী বাংলা বিভাগের ছাত্র সাব্বিরের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ কর্মীরা। তাকে ব্যাপক মারধর শুরু করলে ছাত্রদলের কর্মীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। একই সময়ে কার্জন হল এলাকায় [illegible] আরেক ছাত্রদল নেতাকে মারধরের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর নির্বাচনের পর প্রথম ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ছাত্রদল। মিছিল নিয়ে তারা ভিসির কার্যালয়ে ভিসিকে এসব হামলার বিষয়ে অবহিত করে। এসময় ছাত্রদল তাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা, হল দখল, কক্ষ ভাংচুর ও লুটপাটের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অসহায়ত্বকে দায়ী করে। ছাত্রদল নেতারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ভিসির কাছে নির্বাচন পরবর্তী ঘটনা ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণ জানতে চায়। একপর্যায়ে তারা ভিসিকে বলেন, আপনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত না করে আপনারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য সমাবর্তনের আয়োজন করছেন। [illegible] দেয়া হবে না, দরকার হলে ক্যাম্পাসে লাগাতার ধর্মঘট চলবে। এ সময় অনেক চেষ্টা করেও ছাত্রদল নেতাদের কোন কথা শোনাতে পারেননি ভিসি। প্রায় আধ ঘণ্টা বিতর্কের পর বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে ভিসি অফিস ত্যাগ করেন ছাত্রদল নেতারা।

পরে বিকাল সোয়া ৩টার দিকে মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ক্যাম্পাসে সহাবস্থান ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতে কর্তৃপক্ষকে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেয় ছাত্রদল। এসময় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, দিনবদলের প্রত্যয় নিয়ে মসনদে বসা বর্তমান ডিজিটাল সরকারের ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ডে ছাত্রদল ছাত্র ধর্মঘটের মতো 'এ্যাকশন' কর্মসূচি দিতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব নয়। ছাত্রদল ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, ২৯ তারিখ হতে বিভিন্ন হলে দখলের নামে ছাত্রলীগের [illegible] হল ছেড়ে দেয় ছাত্রদল। এরপর থেকে প্রতিটি হল ও ক্যাম্পাসে এক অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিভিন্ন ও ভাবে নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হচ্ছে। ছাত্রদল ঢাবি শাখার সভাপতি হাসান মামুন বলেন, নির্বাচনের পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাত্রলীগের অভয়ারণ্য হয়ে গেছে, যা টের পেয়েই আমরা হল ছাড়তে বাধ্য হই। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল বলেন, ১৮ জন জাতীয়তাবাদী নেতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে বর্তমান ডিজিটাল সরকার যাত্রা শুরু করেছে। তাদের কাছে জনগণের চাওয়া-পাওয়ার আর কি থাকতে পারে। ইতোমধ্যে দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চর দখলের ন্যায় দখল করে নিয়ে অস্ত্রধারীদের আস্তানা বানিয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আগামীকাল সংবাদ সম্মেলন ডেকে ক্যাম্পাসে লাগাতার কর্মসূচি দেয়া হবে বলে জানান ছাত্রদল নেতারা। এসময় কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম নয়ন, আমিরুল ইসলাম আলিম, আমিরুজ্জামান শিমুল, হাবিবুর রহমান হাবিব, দুলাল হোসেন, রফিকুল ইসলাম [illegible], ওবায়দুল হক নাসির, [illegible], আকরামুল হাসান, মনির হোসেন, আলমগীর হোসেন সোহান, আসাদুজ্জামান আসাদ, অতিকুজ্জামান রিপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রলীগের প্রতিক্রিয়া

ছাত্রদলের ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করছে। আমরা চাই সকল বৈধ ছাত্র হলে থাকবে। তবে কেউ ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করতে চাইলে তা প্রতিহত করা হবে। ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন এ ব্যাপারে বলেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা সব সময় সচেষ্ট। ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে নেত্রী আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। তবে শিগগিরই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ভিসির পদত্যাগের প্রস্তুতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর দায়িত্ব পালনকালে এই প্রথম ছাত্রদলের চরম প্রতিরোধের মুখে পড়েন ভিসি প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ। এসময় চরম বিব্রত দেখাচ্ছিল তাকে। ছাত্রদল নেতারা বলেন, আপনি নিজের চেয়ার ঠিক রাখার জন্য শিক্ষার পরিবেশের দিকে খেয়াল করছেন না। সমাবর্তন করে নিজের অবস্থান মজবুত করতে গিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকারের দিকে আপনাদের কোন খেয়াল নেই। এসময় ভিসি বলেন, আমি কখনো পদের জন্য লোভাতুর নই, ছিলামও না। এদিকে ভিসি প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ বিকালে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে শিক্ষা সচিব বরাবরে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে ভিসি অফিস সূত্রে জানা গেছে। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি অনেক দিন দায়িত্ব পালন করেছি, নির্দিষ্ট মেয়াদের বাইরেও আমি ভিসি ছিলাম। এখন আমি চাচ্ছি নতুন ভিসি এসে [illegible] পরিস্থিতি মোকাবিলা করুক।